শ্রীকান্ত

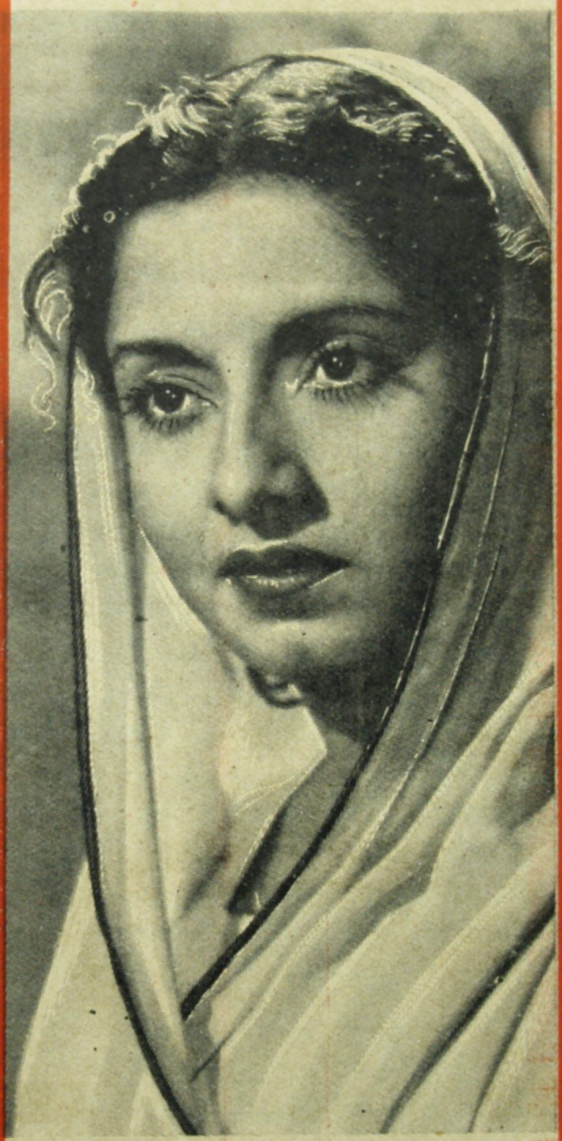

শরৎচন্দ্রের

কাহিনী অবলম্বনে

এস·বি· প্রডাকসান্স-এর নিবেদন!

চরিত্র-চিত্রণে

রমা—সুনন্দা দেবী

রমেশ—বীরেন চ্যাটার্জী

বেণী ঘোষাল—জহর গাঙ্গুলী

জ্যাঠাইমা—মলিনা দেবী

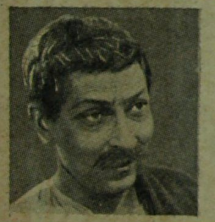

গোবিন্দ গাঙ্গুলী—কানু বন্দ্যোঃ

ধর্মদাস—তুলসী চক্রবর্তী

আকবর—নীতীশ মুখার্জী

যতীন—মাষ্টার বিভু

অন্যান্য ভূমিকায় :
প্রভা, বীণা, ঝর্ণা, তারা ভাদুড়ী, কুমারী সন্ধ্যা ও কমলা, রবি রায়, জীবন গাঙ্গুলী, হরিমোহন, নকুল মামা, দেবী মুখার্জী, পাপা ধীরাজ দাস, নগেন কুণ্ডু, ননী ব্যানার্জী, রমেন, প্রতাপ কেষ্টধন মুখোঃ ও সুধীর ব্যানার্জী

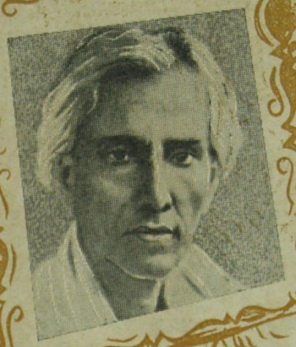

কাহিনী

কুঁয়াপুরের এক সরিকের জমিদার তারিণী ঘোষালের পুত্র রমেশ রুড়কীতে থাকিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করিল। উন্নত দেহ, তরুণ, সুদর্শন এই যুবক স্বপ্ন দেখিতেছিল বাংলার পল্লী উন্নয়নের। পাশের পর ঠিক করিল ফিরিবে সেই পল্লীমাতার ক্রোড়ে, যেখানে সঙ্গীসঙ্গিনীদের মধ্যে বালক কালের অনেকগুলি দিন কাটিয়াছে। হাসি কান্নায় মধুর সেই পল্লী আবার তাহাকে ডাক দিল-

কিন্তু রমেশকে ফিরিতে হইল কুঁয়াপুরে এক শোচনীয় পরিবেশের মধ্যে। পিতা তারিণী ঘোষাল অকস্মাৎ ইহলোক ত্যাগ করিতেই তাহার শক্ত শাসনে যত শত্রু সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বহুকাল প্রবাসী, নবাগত রমেশের বিরুদ্ধে আজ তাহারা সকলে একযোগে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। জ্যেঠতুত দাদা বেণী ঘোষাল গ্রহণ করিলেন এই ষড়যন্ত্রের নেতৃত্ব। জমিদার মুখুজ্জেদের বালবিধবা কন্যা রমা সমর্থন করিল বেণীর এই হীন চক্রান্তের আয়োজন এবং কুঁয়াপুর গ্রামের সমাজপতিরা কখনও বেণী, কখনও রমেশের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পল্লীসমাজের চিরাচরিত ধর্ম্মপালনে তৎপর হইয়া উঠিলেন।

শিক্ষিত প্রগতিশীল রমেশ এতসব জানিত না। শ্যামশ্রী মন্ডিতা পল্লীলক্ষ্মীর শান্ত মাধুর্যই তাহাকে আকৃষ্ট করিয়াছিল - কিন্তু তাহারই দুর্গম অরণ্যে মানুষের নামে যাহারা বাস করিত - হিংস্র কুৎসিত বর্ব্বরতায় তাহারা যে কতদূর নীচ ও জঘন্য হইতে পারে; সহরের কর্ম্মচঞ্চল পরিবেশের মধ্যে এ সকল তাহার ভাবিবার অবকাশই হয় নাই।

পিতৃ শ্রাদ্ধের বিপুল আয়োজনের মধ্যে রমেশ যাহা আবিষ্কার করিল, তাহার জীবনে তাহা এক নূতন ও অত্যাশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা। এমন কি তাহার বাল্যসঙ্গিনী রমা, যাহার সহিত একবার তাহার বিবাহের সম্বন্ধ পর্য্যন্ত হইয়াছিল, সেও যে এই হীন পল্লীশ্রী-কাতর কুৎসিত ষড়যন্ত্রের মধ্যে এমন অক্লেশে অংশগ্রহণ করিতে পারে তাহা দেখিয়া মর্দ্মান্তিক বিয়োগাতুর রমেশ ঘৃণায় লজ্জায় গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইল। বাধা দিলেন জ্যাঠাইমা - বিরুদ্ধ পক্ষের নেতা বেণী ঘোষালের জননী। সমস্ত কুঁয়াপুরের অন্তর্বিপ্লবের আর দলীয় চক্রান্তের ঊর্দ্ধে থাকিয়া, ঘোষাল-বংশের কুলবধূর স্বাভাবিক অভিজাত্য ও ব্যক্তিত্বে এই মহীয়সী নারী এমন এক আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন - যে একমাত্র তাঁহার উপস্থিতিই বেণীর সকল আয়োজন পন্ড করিয়া দিল।

তারপর চলিতে লাগিল, নানা কৌশলে, নানা উপায়ে রমেশকে বিপদগ্রস্ত করিয়া, দেশের লোকের চোখে তাহাকে হেয় করিবার কুৎসিত ষড়যন্ত্র। কিন্তু মুক্তহস্তে আপনার সমস্ত ধন করিয়া, নিপীড়িত দরিদ্র জনসাধারণের উন্নতি বিধানে সে যে ভাবে আপনাকে নিয়োজিত করিল - তাহাতে সহজেই জয় করিল আপামর জনসাধারণের হৃদয়। তাহাদের অকৃপণ প্রীতি, সৌজন্য ও সৌহার্দ্যের ব্যূহ ভেদ করিয়া তাহাকে আঘাত করিবার সামর্থ ছিল না বেণী ঘোষাল ও তাহার কৃপাপরিপুষ্ট সমাজপতিদের।

রমাকে এই দলীয় চক্রান্তের অংশভাগিনী মনে করিয়া রমেশ অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইল - কিন্তু রাগ করিতে পারিল না। জ্যাঠাইমা বুঝাইলেন যে বৈশ্ববের নিগ্রহে সমাজের চক্রান্তকে

তাহার আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও মানিয়া লইতে হইয়াছে - নহিলে বাস্তবিক সে রমেশকে ভালবাসে - তাহা অপেক্ষা রমেশের অধিক শুভাকাঙ্খিনী কুঁয়াপুরে আর কেহ নাই। রমেশ রমাকে ক্ষমা করিল।

তারপর একদিন উভয়ের অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইল তারকেশ্বরে। মিলনের এই স্বল্পপরিবেশের মধ্যে রমেশ অনুভব করিল, আবাল্য বৈশ্ববের সংযম ও নিষ্ঠার মধ্যেও অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতই কোথা দিয়া বহিয়া চলিয়াছে তাহার অন্তরের ক্ষীণ-স্রোতা অমৃত নির্ঝর। রমেশ বুঝিল জ্যাঠাইমার আশীর্ব্বাদ ও রমার নিরুদ্ধ ধৈর্য্যের পাথেয় লইয়াই তাহাকে চলিতে হইবে তাহার আদর্শের পথ ধরিয়া। পল্লী সমাজ তাহাকে আনন্দে গ্রহণ করে নাই বলিয়া সে তাহাকে কাপুরুষের মত ত্যাগ করিয়া যাইবে না - আসুক দুর্যোগ - জ্যাঠাইমার নির্দ্দেশ - আলো তাহাকে জ্বালিতেই হইবে - আজিকার শত্রু তাহার সমস্ত হিংস্রতার উদ্দীপনা ভুলিয়া একদিন তাহারই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহারই আদর্শকে রংয়ে রসে গৌরবমন্ডিত করিয়া তুলিতে।

এই ভাবে কাজের আনন্দে যখন সে সকল কুশ্রীতার দুঃখ ভুলিয়া পথ চলিয়াছে, তখন হঠাৎ একদিন বেণীর চক্রান্তে ও তাহারই আপন অনুচর ভৈরব আচার্য্যের বিশ্বাসঘাতকতায় তাহার কারাদন্ড হয়। কিন্তু এই কারাবাসই হইল তাহার শত্রুজয়ের অমোঘ অস্ত্র। প্রকাশ্য শক্তির সংগ্রাম যে বাধা লঙ্ঘন করিতে পারে নাই - ত্যাগের বহ্নি সেই স্বার্থের বিষকে অমৃতে পরিণত করিয়াছে। কারাগার হইতে মুক্তির দিন সমস্ত গ্রাম আসিল তাহাদের হৃদয়ের মানুষটিকে শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভালবাসার অভিনন্দন অভিষিক্ত করিতে - সঙ্গে আসিল বেণী ঘোষাল ও তাহার সমাজপতির দল। আজ তাহারা রমেশের স্বপ্নকে সত্যই বাস্তবের সার্থকতায় ভরিয়া দিয়াছে।

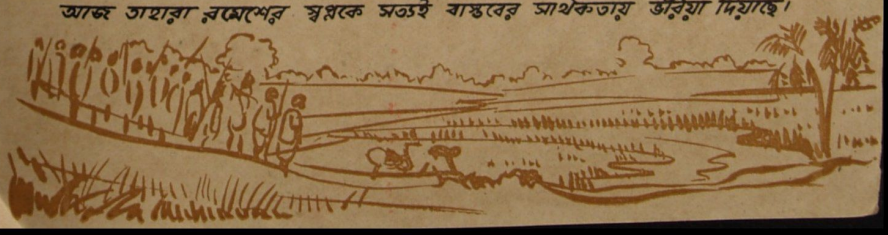

কিন্তু যে দুটি জীবনের অকৃপণ নীরব প্রেরণা এই ব্রত পালনের কঠিন শুষ্কতার মধ্যেও রমেশকে দিয়াছে শান্তি, আনন্দ ও অমৃতের অফুরন্ত পাথেয় - তাহাদের কি হইল?

রমেশের আদর্শ পল্লীসমাজ তাহাদের আহ্বান করিল কি?

এই চরম প্রশ্নের সমাধান হইল কেমন করিয়া? কোথায় গেলেন মহীয়সী জ্যাঠাইমা? কি হইল তপস্বিনী রমার?

● গান ●

যে মোর অঙ্গের পবন পরশে অমিয়া সায়রে ভাসে গো।
এক আধ তিল—
মোরে না দেখিলে যুগ শত হেন বাসে গো॥
বঁধু আমার কোথায় গেল!
বল্ ললিতা বল্ বিশাখা
বঁধু বিনে প্রাণ থাকে না রে!
সখি গো—!

পরাণে, পরাণে বাঁধা সেই জনে, তাহারে করিয়া ভিন্
মথুরা নগরে আছে কার ঘরে মোভরি জীবন হীন!
আমি থাকিনা—আমাতে আর আমি থাকিনা
আমার বঁধুর কথা মনে হলে, আমাতে আর আমি থাকিনা,
কেমনে গোঁয়াব এ দিন রজনী তাহার দরশ বিনে!
বিরহ-দহনে যে-দেহ মলিন (বঁধু) আকুল হইনু দিনে!!
সখি গো—
আমি ভাবি মনে মনে,
কৃষ্ণ-পূজা হ'লনা মোর বিফল জীবনে!

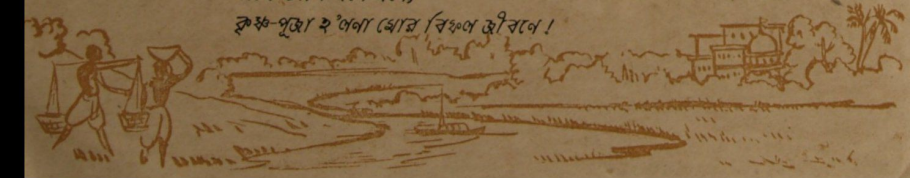

সংগঠনকারীগণ

শ্রীরণজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের
প্রযোজনায়
শরৎচন্দ্রের

পল্লী-সমাজ

●

চলচ্চিত্রায়ণে..........যতীন দাস
শব্দানুলেখনে........শচীন চক্রবর্ত্তী
সম্পাদনায়...অর্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়
শিল্প-নির্দেশনায় .....গোপী সেন
রূপ-সজ্জায়
অক্ষয় দাস ও সেথ ইন্দু

চিত্র-নাট্য
সজনীকান্ত দাস

●

পরিচালনা এবং
সুর-যোজনায়
নীরেন লাহিড়ী

●

ব্যবস্থাপনায়
মণি দাশগুপ্ত

অতিরিক্ত বাণী-যোজনায় : : মধু শীল
কৃতজ্ঞতা স্বীকৃতিতে : : সত্যনারায়ণ খাঁন
প্রচার-পরিচালনায় : : সুধীরেন্দ্র সান্যাল
প্রচার-সজ্জা-পরিবেশনে : : আর্টিষ্টস্ সার্কেল
স্থির-চিত্রাদিগ্রহণে : : ষ্টিল ফটো সার্ভিস

সহকারীগণ ঃ

পরিচালনায় : মানু সেন, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় বসু। সুরযোজনায় : শৈলেন রায় এবং সুপ্রভা সরকার। চলচ্চিত্রায়ণে : হরেন বসু। শব্দ-ধারণায় : ইন্দু অধিকারী। চিত্র-সম্পাদনায় : দুলাল দত্ত। আলোক-সম্পাতে : ষষ্ঠী দে, নির্মল বসাক, মদন, রামপদ, কৃষ্ণদাস ও দুখিরাম।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম ষ্টুডিওতে গৃহীত
বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটারীতে পরিস্ফুটিত

★

পরিবেশক : নারায়ণ পিকচার্স

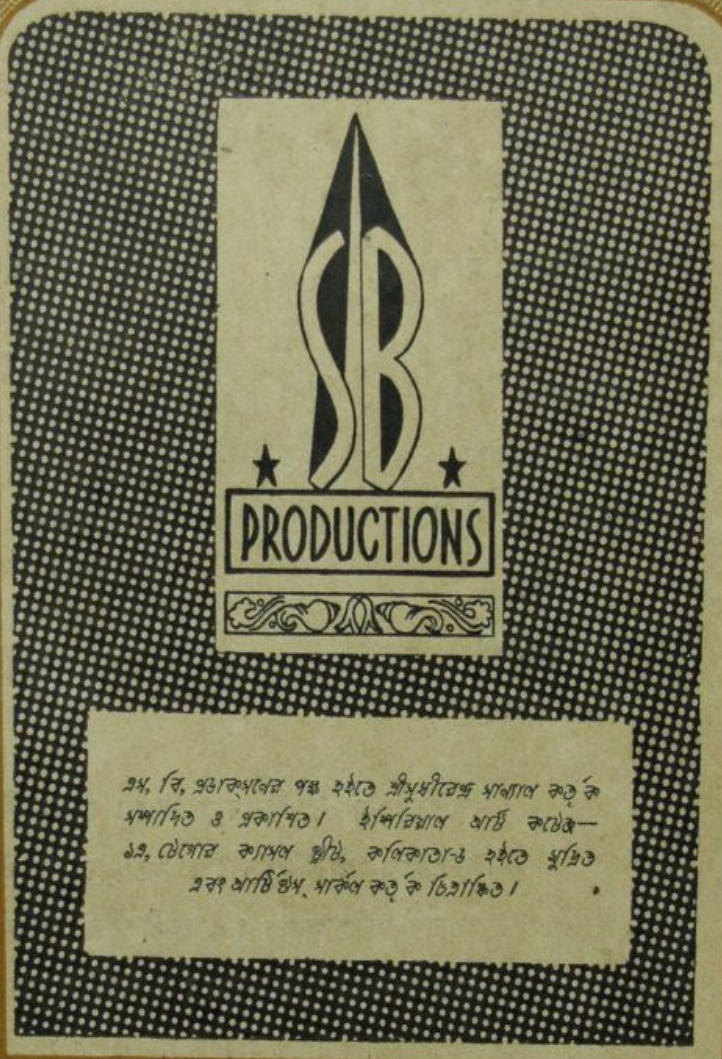

SB PRODUCTIONS

এস. বি. প্রডাক্শনের পক্ষ হইতে শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ— ৯২, ডেকোর্স ক্যাম্বল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত এবং আর্টিষ্ট এস. সার্কল কর্তৃক চিত্রাঙ্কিত।

মুক্তি-প্রতীক্ষারত এস-বি প্রডাকসন্স-এর নিবেদন—

শরৎচন্দ্রের

শুভদা

পরিচালনায়
নীরেন লাহিড়ী

সুর-যোজনায়
রবীন চ্যাটার্জী

চরিত্র-চিত্রণে : সুনন্দা দেবী, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী, মঞ্জু দে, বীরেন চ্যাটার্জী
সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, স্বাগতা চক্রবর্তী, তুলসী চক্রবর্তী, সমীর মজুমদার ও
মাষ্টার টোটন

পরিবেশনায় : প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

গঠন-পথে
শরৎচন্দ্রের

হরিলক্ষ্মী